মেহেরপুরে পেঁয়াজের দরপতনে দিশেহারা কৃষক

মেহেরপুরের বিভিন্ন বাজার উঠতে শুরু করেছে নতুন পেঁয়াজ। পেঁয়াজের মারাত্মকভাবে দরপতন হওয়ায় চাষিদের মধ্যে বিরাজ করছে হতাশা। গেল এক সপ্তাহ ধরে পেঁয়াজের দাম কমে যাওয়ায় তাদের মোটা অংকের টাকা লোকসান গুনতে হবে বলে জানিয়েছেন তারা। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন প্রান্তিক ও বর্গা চাষিরা। বাইরে থেকে পেঁয়াজের আমদানি না হলে লোকসানের হাত থেকে রেহায় পাবো।

জেলার বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, পেঁয়াজের দাম প্রতিকেজি ৪০ টাকা থেকে ৪৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। টাকা আর ফুলকপি ও বাধাকপির গেল ১০ দিন আগেও পেঁয়াজের খুচরা বাজারে ৮০ টাকায় বিক্রি করতে দেখা গেছে। সেসময় চাষিরা লাভের মুখ দেখলেও এক সপ্তাহের ব্যবধানে চাষিদের মুখের হাসি বিলিন। বর্গা চাষিরা অনেকেই বড় ধাক্কা খেয়েছে পেঁয়াজের দর পতনে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের হিসেব মতে জেলায় চলতি মৌসুমে ৫ হাজার ৬৬ হেক্টর পেঁয়াজের আবাদ হয়েছে।
কৃষি বিভাগ উন্নত মানের ফসল আবাদের লক্ষ্যে ১৩ হাজার ৪০০জন চাষীকে পেঁয়াজ চাষের জন্য প্রণোদনা প্রদান করেন। কৃষি অফিসের পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকেই পেঁয়াজ চাষে আগ্রহী হয়ে পেয়াজ চাষ করেন।

পেয়াজ চাষী গাংনীর সাহারবাটির তহশিন মেম্বর জানান, তিনি গেল মৌসুমে দুই বিা জমিতে পেয়াজ চাষ করেছিলেন। পেয়াজের দাম ভাল পাওয়ায় এবার তিনি চার বিঘা জমিতে পেয়াজ আবাদ করেছেন। এক বিঘা পেয়াজ চাষে খরচ হয় অন্ততঃ৩০ হাজার টাকা থেকে ৩৫ হাজার টাকা। বিঘা প্রতি উৎপাদন হয় ৫০ থেকে ৫৫ মন। চলতি মৌসুমে পেঁয়াজের মারাত্মকভাবে দরপতন হওয়ায় চাষের অর্ধেক খরচ উঠছে না। মোটা অংকের টাকা লোকসান গুনতে হবে।

পেঁয়াজ চাষী কালিগাংনীর মহিবুল জানান, এক কেজি পেঁয়াজ বীজ সাড়ে ৪ হাজার টাকায় কিনেছেন। জমি লীজ ও অন্যান্য খরচসহ মোট উৎপাদন ব্যায় দাড়িয়েছে ২৫ হাজার টাকা। এখন উৎপাদিত পেঁয়াজ আড়তে বিক্রি হচ্ছে দুই হাজার টাকা মন। আবার চার কেজি অতিরিক্ত দিতে হচ্ছে।

এতে করে লীজ খরচই উঠছে না। মোটা অংকের টাকা লোকসান হবে তার। তিনি বলেন,বাইরে থেকে পেঁয়াজ না আসলে আমাদের লোকসান হবেনা।

একই কথা জানালেন পেঁয়াজ চাষি ছাতিয়ানের জামিরুল ও আবুল কামাল। তারা বলেন, বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি না করলে মেহেরপুরের পেঁয়াজে জেলার চাহিদা পুরুন হবে। সেই সাথে চাষিরা পেঁয়াজের দাম পাবে।
মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার জানান, চলীত মৌসুমে চাষিরা ব্যাপকহারে পেঁয়াজের চাষ করেছেন। তবে পেঁয়াজ ও কপির বাজারে দরপতনে অনেক চাষী লোকসানে পড়বেন।

স্থানীয় বাজার ছাড়াও বাইরে বাজার খোঁজ করা হচ্ছে। চাষীরা যাতে লোকসানে না পড়ে সে ব্যাপারে চেষ্টা করা হচ্ছে।

পেঁয়াজ চাষে ব্যাস্ত কুষ্টিয়ার কৃষকরা

কুষ্টিয়ায় পেঁয়াজ চাষে ব্যস্ত সময় পার করছে চাষীরা। পেয়াঁজের দতাম বাড়ায় এবার অধিক পরিমাণে গুরুত্ব দিয়ে জমিতে যত্ম সহকারে চাষে ব্যতিব্যস্ত জেলার বিভিন্ন উপজেলার চাষীরা।

তবে দেশীয় পেয়াজ এর চেয়ে হাইব্রিড জাতের কিং পেঁয়াজ বেশী লাগানো হচ্ছে। চাষীরা বলছেন অল্প খরছে ভালো ফলন হওয়ায় এই হাইব্রিড জাতের কিং পেঁয়াজ লাগানো হচ্ছে।

সদর উপজেলার করিমপুর গ্রামের কৃষক আব্দুস সামাদ বলেন, গতবছর আমি ১০ কাঠা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছিলাম। কিন্তু পেয়াজের দাম না পেলেও এ বছরে পেঁয়াজের অনেক দাম থাকায় এবারে ৩বিঘা জমিতে পেঁয়াজ লাগাচ্ছি। শ্রমিক ঠিকমতো না পাওয়ায় নারী শ্রমিকদের দিয়েও পেঁয়াজ লাগাচ্ছি।

কুমারখালী উপজেলার বাঁশগ্রাম এলাকার আতিয়ার রহমান জানান, এবারে

পেয়াজ চাষে খরচ বাড়বে অনেক।কারন গতবার ১ কেজি পেঁয়াজ বীজ কিনেছিলাম সাড়ে ৩ হাজার টাকায় এবার সেই পেঁয়াজ বীজ কিনতে হয়েছে সাড়ে ১০ হাজার টাকায়।আবার যদি ভালো দাম না পায় তাহলে লোকসান গুনতে হবে।

সদর উপজেলার পার মৃত্তিকাপাড়া এলাকার কৃষক আব্দুল বারী জানান, আমরা চাষী মানুষ। শুধু ধান চাষ করলেই হবে না। এবার পেঁয়াজের দাম ভালো হয়েছে। তাই এবারে একটু বেশি করে পেঁয়াজ চাষ করেছি। যদিওবা প্রতিবছরই পেয়াজের চাষ করা লাগে। তবে দাম বেশি থাকার কারনে এবার বেশি পরিমানে আবাদ করেছি।

অন্যদিকে পেঁয়াজের চাষ বেশী হওয়ায় পুরুষের পাশাপাশি নারী সহ ছাত্রছাত্রীরাও পেঁয়াজ লাগানোর কাজে ব্যস্ত সময় পার করেছেন।

কুষ্টিয়া শহরতলীর মোল্লাতেঘরিয়ার মাঠ সবাই দল বেধে একটি লাইনে একসাথে পেঁয়াজের জমিতে বসে পেঁয়াজের চারা রোপন করছেন। এবার পেঁয়াজের দাম মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় কুষ্টিয়ায় পেঁয়াজ চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে চাষীরদের। অন্য সব ফসলের পাশাপাশি পেঁয়াজ চাষের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন চাষীরা।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ শ্যামল কুমার বিশ্বাস বলেন,

কুষ্টিয়া জেলার ৬টি উপজেলায় পেঁয়াজ চাষের লক্ষ্যমাত্রা ১২ হাজার ৪শ ৪০ হেক্টর। এর মধ্যেই কুমারখালী ৫ হাজার ২০ হেক্টর, দৌলতপুরে ২ হাজার ৪শ ২৫হেক্টর, মিরপুরে শে হেক্টর, ভেড়ামারায় ২শ ৪০হেক্টর, সদর ১হাজার ৬০৫ হেক্টর ও খোকসায় ২ হাজার ৭৫০ হেক্টর জমিতে পেয়াজের চাষ হয়েছে। আগামী মার্চ এপ্রিল দিকে উঠবে পেয়াজ। গতবারের চেয়ে এবার বেশি জমিতে পেয়াজের আবাদ হচ্ছে বলেও জানান তিনি। এজন্য চাষীদের উদ্বুদ্ধের পাশাপাশি বিভিন্নভাবে সহায়তা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের যে পাঁচটি জেলায় পিঁয়াজের বেশি উৎপাদন হয় তার মধ্যে কুষ্টিয়া একটি। আবহাওয়া ভালো থাকলে এবার কুষ্টিয়ার পেঁয়াজ দিয়ে দেশের বড় একটি চাহিদা মেটানো যাবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ঠরা।

বাম্পার ফলন ও ভাল দামের আশায় এবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে চারা রোপণ হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

আমি আর একটি কথা বলতে চাই । যেহেতু আমি এই কাঁচামালের ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত আছি, আমাদের দেশে দেশীও পেঁয়াজ বিভিন্ন জেলায় উৎপাদন হয়, এবং সে জেলাগুলি নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ, ওই জেলাগুলি নির্ধারিত একটি দাম বেঁধে দেওয়া উচিত। ওখান থেকে অন্য জেলায় যে সমস্ত পেঁয়াজ যাবে, তার কষ্টক্যারিং খরচ এবং ব্যবসায়ীদের রুটি-রুজির লভ্যাংশ রেখে, অন্য জেলায় আলাদা দাম নির্ধারণ করা। তাতে করে সব জেলার মাল সব জেলায় যেতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও সুযোগ সুবিধা রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

গত সপ্তাহ থেকে ভারতে পিঁয়াজের দাম বাড়ায় দেশের বাজারেও দাম বেড়ে ৬০ টাকার দেশি পেঁয়াজ ৮৫ টাকা কেজিতে বিক্রি হয় আর আমদানি করা ভারতীয় পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ৪০ টাকা থেকে উঠে আসে ৬০ টাকায়।

পাইকারি ব্যবসায়ী ইয়ারুল ইসলাম জানান, গত এক সপ্তাহ আগে সুখসাগর পেঁয়াজ এর দাম ছিলো ৪০ থেকে ৪৫ টাকা কেজি দরে তা বেড়ে এখন ৬০ থেকে ৬৫ টাকায়। তিনি আরো জানান চাষীদের কারণে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে চাষিরা আরো বেশি দাম পাওয়ার আশায় এখন পেঁয়াজ বিক্রি করতে চাচ্ছেন না। তাই বাজারে পেঁয়াজ এর সংকট দেখা দিচ্ছে এ কারণে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সোমবার দেশি পেঁয়াজের কেজি বিক্রি করেছি ৬০ টাকা। আজ পাইকারিতে দাম ৮৫ টাকা।

গত বছরও ভারত হুট করে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করেছিল। এতে বাংলাদেশে পেঁয়াজের দাম বেড়েছিল হু হু করে। সেসময় খুচরা বাজারে রেকর্ড ৩০০ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে। এবার পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণার পরপরই দেশের খুচরা বাজারে দাম বাড়তে শুরু করেছে।

তানভীর জানান, দেশী জাতীয় পেঁয়াজ গত এক সপ্তাহ আগে ৫০-৫৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছিলো তা এখন বেড়ে ৮০ টাকায়।

গতবার যে খেলা দেখিয়েছে এবারও সেই পেঁয়াজ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিফটের প্যাকেট জাত হয়ে সেই গত বারের মতো অবস্থান তৈরি হবে। একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলে যাবে। অন্যদিকে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে।

[redacted]

[redacted]

জমিতে পেঁয়াজ আবাদ হয়। তার মধ্যে পঁচিশশো ৫০ হেক্টর জমিতে মুড়িকাটা পেঁয়াজ সেটা কর্তন হয়ে গেছে। সবমিলে ফলন হয়েছে ১১ থেকে সাড়ে ১২ টন পার হেক্টর, তাতে আমাদের বাইশ হাজার নয়শো নব্বই মেট্রিকটন উৎপাদন হয়েছে।

তবে পরবর্তীতে চারা পেঁয়াজ যেটা রোপন করা হচ্ছে এই পেঁয়াজটা মার্চ এপ্রিল দিকে উঠবে, এবং বাম্পার ফলন হবে বলে আশা করছেন কৃষি বিভাগ। বাংলাদেশের যে পাঁচটি জেলায় পিঁয়াজের বেশি উৎপাদন হয় তার মধ্যে কুষ্টিয়া একটি। আবহাওয়া ভালো থাকলে এবার কুষ্টিয়ার পেঁয়াজ দিয়ে দেশের বড় একটি চাহিদা মেটানো যাবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ঠরা।

মেপ্র/ আরপি

গাংনীতে সরকারি ভাবে টিসিবির পেঁয়াজ বিক্রি শুরু

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারিভাবে ৪৫ টাকা কেজি দরে টিসিবির পেঁয়াজ বিক্রয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার সকাল দশটার সময় উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক এবং উপজেলা নিবর্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান টিসিবির পেঁয়াজ বিক্রয়ের শুভ উদ্বোধন করেন।

এসময় গাংনী থানার থানার ওসি ওবাইদুর রহমান, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলু, সাধারন সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন সহ স্থানীয় নেতা কর্মী ও সকল শ্রেনী পেশার জনগণ উপস্থিৎ ছিলেন।

- গাংনী প্রতিনিধি

মেহেরপুরে ৪৫ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি শুরু

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে টিসিবির সহযোগীতায় ৪৫ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রির উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি পেঁয়াজ বিক্রি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এসময় জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি বলেন, অসাধু ব্যবসায়ীদের খপ্পড়ে পড়ে পেঁয়াজের দাম বেড়েই চলেছে। আমরা সরকারি ভাবে টিসিবির মাধ্যমে ৪৫ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রির উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ১ম দফায় ১০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ আনা হয়েছে। পরবর্তিতে আরো পেঁয়াজ আনা হবে। ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা শান্ত সুষ্ঠভাবে পেঁয়াজ কিনবেন। কেউ নিজের কাজ ফেলে পেঁয়াজ কিনতে আসবেন না। কাজ সেরে ধীরে সুস্থে আসবেন। আপনারা সকলেই এখান থেকে পেঁয়াজ কিনতে পারবেন। কেউ একবারে বেশি পেঁয়াজও কিনবেন না।

তিনি আরো বলেন, মেহেরপুরে যেসকল টিসিবির ডিলার আছেন । তারা পেঁয়াজ আনতে আগ্রহ প্রকাশ না করায় তাদের লাইসেন্স বাতিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সাথে অসাধু ব্যবসায়ীদের আইনের আওতায় এনে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

-এস এ সাদিক খান,মেহেরপুর